দৈনিক সংবাদ

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ...৭... কলাম ...৭......

অচল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এক বছরের সেশনজটে বাড়তি খরচ হবে ৭৫ কোটি টাকা

বশীর আহমাদ ॥ শিক্ষা জীবনের এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০ হাজার ছাত্রছাত্রীর এখন একটিই প্রশ্ন। এই অচলাবস্থার শেষ কোথায়? সেশনজট নামক অভিশাপ আবারও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ললাটে। প্রায় ১ বছরের সেশনজটে পড়েছে ইতোমধ্যে। এজন্য কর্তৃপক্ষকে ৭৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ছাত্রলীগের দখলদারিত্ব বজায় রাখা এবং ছাত্রদলের দখলদারিত্ব কায়েমের প্রতিযোগিতার মাঝে পড়ে দিন দিন অচলাবস্থার দিকে এগিয়ে যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ছাত্রদল তাদের ৫ দফা দাবি আদায়ের জন্য ২৯শে জুলাই থেকে শুরু করে লাগাতার ছাত্র ধর্মঘট। অচল হয়ে পড়ে ক্যাম্পাস। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবনে নেমে আসে অন্ধকার। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তহীনতা ছিল সেই অচলাবস্থার জন্য দায়ী। লাগাতার ধর্মঘটের ১৫ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর আলোচনার মাধ্যমে প্রত্যাহার হলো ছাত্রদলের ডাকা ধর্মঘট। গত ১৩ই আগস্ট সচল হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস; কিন্তু তারই মাঝে ৬ মাসের সেশনজটে পড়ল ছাত্রছাত্রীরা। সেই সচল ক্যাম্পাস চারদিন যেতে না যেতেই আবারও হলো অচল। গত ১৭ই আগস্ট ছাত্রলীগের জিয়া হল শাখার সহ-সভাপতি ফিরোজ আহমেদ রহস্যজনকভাবে গুলিতে নিজ কক্ষে নিহত হয়। এই ঘটনার জের ধরে ছাত্রলীগ ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের মারধর করে হল থেকে বের করে দেয়। প্রতিবাদে ছাত্রদল ১৮ই আগস্ট থেকে আবারও শুরু করে লাগাতার ধর্মঘট। যা চলছে এখনও। ফিরোজ আহমেদের মৃত্যুর রহস্য আজও উদ্‌ঘাটন করতে পারেননি কর্তৃপক্ষ।

এখন আর হলে অবস্থানে সীমাবদ্ধ নয়, এখন উপাচার্যের অপসারণের দাবিতে ছাত্রদল আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে। মিছিল-মিটিং-সমাবেশ-ঘেরাও, অনশন সবকিছুই করছে তারা। গত শনিবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আলোচনার জন্য ছাত্রদলকে আহ্বান জানালেও কোন সাড়া মেলেনি। প্রচণ্ড চাপের মধ্যে আছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। দুইদিন, চারদিন করে কর্তৃপক্ষ ক্লাস এবং পরীক্ষা স্থগিত করছেন; কিন্তু অচলাবস্থার অবসানের কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ওপর সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা ক্ষুব্ধ, বিশেষ করে পরীক্ষার্থীরা। ১০ হাজার পরীক্ষার্থী চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।

দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ব্যবস্থা আজ ভেঙে পড়েছে। এই মুহূর্তে সমস্যার সমাধান হলেও কমপক্ষে ১ বছরের সেশনজট তৈরি হবে। প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর জন্য প্রতিবছর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ব্যয় হয় প্রায় ২৫ হাজার টাকা। এই হিসাবে ১ বছর সেশনজটের কারণে অতিরিক্ত ৭৫ কোটি টাকা ব্যয় হবে। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীদেরও কোটি কোটি টাকা বাড়তি খরচ করতে হবে।

গত ৬ই আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রতিনিধিদল প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি লতিফুর রহমানের সাথে দেখা করতে গেলে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে যেকোন মূল্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখার জন্য নির্দেশ দেন; কিন্তু সেই নির্দেশ কোন ফল বয়ে আনেনি। ছাত্রদল-ছাত্রলীগের হুমকি-পালটা হুমকি, মিছিল-মিটিং-সমাবেশ, যুক্তি-পালটা যুক্তি কোন কিছুর প্রতিই সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের কোন আগ্রহ নেই। তাদের বক্তব্য একটাই, রাজনীতির সঙ্গে জড়িত তিন- চারশ ছাত্রের জন্য আমাদের শিক্ষাজীবন নষ্ট করা হবে কেন?

তৃতীয় বর্ষের ছাত্র শামসুল ইসলাম বলেন, অচলাবস্থার জন্য কে দায়ী তা আমরা জানতে চাই না। আমরা চাই অচলাবস্থার অবসান। শামসুল ইসলামের এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে আন্দোলনে নেমেছে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা। হস্তক্ষেপ কামনা করছে রাষ্ট্রপতির। এজন্য সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে গত রোববার রাষ্ট্রপতির কাছে প্রদান করা হয়েছে স্মারকলিপি। আগামী ৬ই সেপ্টেম্বর পালন হবে প্রতীক অনশন। এর মাঝে সমস্যার সমাধান না হলে আগামী ১০ই সেপ্টেম্বর সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা যাবে আমরণ অনশনে। অনিশ্চিত এক শিক্ষাজীবনের মুখোমুখি আজ দাঁড়িয়ে তারা। তাই তো বেছে নিয়েছে আমরণ অনশনের মতো এক কঠিন কর্মসূচি। এরপরেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের টনক নড়বে কি?

শিক্ষাঙ্গনে অচলাবস্থা নিরসনে রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপ কামনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারাদেশের শিক্ষাঙ্গনের অচলাবস্থা নিরসনের জন্য রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি পংকজ ভট্টাচার্য ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. হায়াৎ মামুদ।

গতকাল বৃহস্পতিবার তাদের দেয়া এক যৌথ বিবৃতিতে এই হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়। বিবৃতিতে তারা বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারাদেশের শিক্ষায়তনে অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে ফলে সেশনজট বৃদ্ধি পাচ্ছে।